তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সংস্কারের পথনির্দেশিকা ২০২৫-২৬

পাইলট উদ্যোগ:

“বাংলাদেশে অনলাইন নিউজ পোর্টাল নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজীকরণ”

Reform Initiative Ownership (RIO)

A Co-creation of 118th Senior Staff Course

Bangladesh Public Administration Training Centre

Managing Knowledge for Improved Performance

সবিনয় নিবেদন

ছাত্র-জনতার গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্জিত নতুন বাংলাদেশে সংস্কার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়েও লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। নাগরিকদের জন্য উন্নত সেবা নিশ্চিতকল্পে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় যুগধর্মী প্রয়োজনীয় সংস্কারের কাজে মনোনিবেশ করেছে।

সকল পর্যায়ের অংশীজনদের সাথে মিথষ্ক্রিয়া ও মতবিনিময় করে প্রাপ্ত বহুমাত্রিক সংস্কার প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের অন্যতম Artifact হিসেবে নিজ দপ্তরের সংস্কার উদ্যোগকে এক জায়গায় কোডিফিকেশন করা হয়েছে (মডিউল ৬)। এছাড়াও পাইলটিং হিসেবে আগামী তিন মাসে বাস্তবায়নযোগ্য একটি উদ্যোগের কর্ম-পরিকল্পনা ডিজাইন করা হয়েছে (মডিউল ৭)।

এ কর্মপ্রয়াস ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের Knowledge - Skills - Attitude (KSA) থিমের অধীনে গৃহীত নানামুখী উদ্ভাবনী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত একটি ফসল (output)। সময়াবদ্ধ সংস্কারের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

বিনীত

রিয়াসাত আল ওয়াসিফ
যুগ্মসচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
প্রশিক্ষণার্থী, ১১৮ তম সিনিয়র স্টাফ কোর্স, বিপিএটিসি

পার্ট ১ :
সংস্কারের কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ

- প্রেক্ষাপট
- বর্তমান অভ্যন্তরীণ চিত্র
- বর্তমান বাহ্যিক চিত্র

পার্ট ২ :
সংস্কার উদ্যোগসমূহ

- প্র্যাক্টিস রিফর্ম
- প্রসেস রিফর্ম
- স্ট্রাকচারাল রিফর্ম
- পলিসি রিফর্ম

পার্ট ৩ :
একটি সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা

- কোথায়, কখন, কীভাবে বাস্তবায়িত হবে
- উদ্যোগটি টেকসইকরণের কৌশল

প্রেক্ষাপট

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় গঠিত হয়েছে দেশের জনগণের কাছে সরকারের নীতিমালা, উন্নয়ন কার্যক্রম ও তথ্য সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপন এবং গণমাধ্যম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একটি কার্যকর জনসংযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে। এই মন্ত্রণালয়ের মূল দায়িত্ব হলো সরকার ও জনগণের মধ্যে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও জাতীয় ঐক্য সংরক্ষণে ভূমিকা রাখা এবং গণমাধ্যম ও সম্প্রচার ক্ষেত্রের সার্বিক তদারকি করা। বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন (BTV), বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ফিল্ম সার্টিফিকেশান বোর্ড, তথ্য অধিদফতর এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরসহ একাধিক সংস্থা এ মন্ত্রণালয়ের অধীন কাজ করছে।

তবে বর্তমান সময়ে প্রযুক্তির অগ্রগতি, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিকাশ, অনলাইন কনটেন্টের বিস্তার, ভুয়া সংবাদের হুমকি, ও জনমাধ্যম ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতার অভাব ইত্যাদি কারণে মন্ত্রণালয়টির ভূমিকা ও কাঠামো নতুনভাবে পুনর্বিন্যাস করা জরুরি হয়ে পড়েছে। বিটিভি ও বেতারের আধুনিকায়ন না হওয়ায় তারা তরুণ প্রজন্মের কাছে প্রাসঙ্গিকতা হারাচ্ছে। বিজ্ঞাপন বণ্টনে স্বচ্ছতার অভাব, কনটেন্ট সেন্সরের ধীরতা, অনলাইন মিডিয়া নীতির অনুপস্থিতি, এবং মাঠ পর্যায়ে তথ্য অফিসগুলোর দক্ষতার ঘাটতি জনগণের আস্থা ও সেবার মানে প্রভাব ফেলছে।

এই প্রেক্ষাপটে, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে কাঠামোগত, নীতিগত, প্রক্রিয়াগত ও আচরণগত সংস্কার অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। ডিজিটাল ট্রান্সফর্মেশন, জবাবদিহি, সময়োপযোগী সেবা, ও স্বাধীন গণমাধ্যম ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হলে এখনই একটি সুপরিকল্পিত রিফর্ম বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এতে মন্ত্রণালয়টি ২১শ শতাব্দীর তথ্যপ্রবাহ ও যোগাযোগ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম হবে।

বর্তমান চিত্র: তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের বর্তমান অভ্যন্তরীণ চিত্র

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ কাঠামো এখনো প্রচলিত ব্যুরোক্রেটিক ব্যবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ। মন্ত্রণালয়ের মূল কাজগুলো কয়েকটি সংস্থার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়, যেমন: প্রেস ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্ট (PID), ডিপার্টমেন্ট অফ ফিল্মস অ্যান্ড পাবলিকেশন (DFP), ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মাস কমিউনিকেশন (NIMC), বিটিভি, বাংলাদেশ বেতার, ফিল্ম সার্টিফিকেশন বোর্ড ইত্যাদি। কিন্তু এই সংস্থাগুলোর মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। অধিকাংশ অফিস এখনো কাগজনির্ভর, ফলে ফাইল প্রসেসিং ধীর এবং অস্বচ্ছ।

অভ্যন্তরীণ দপ্তরগুলোর মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানে ডিজিটাল সংযোগ ও ডি-নথির ব্যবহার সীমিত। মিডিয়া মনিটরিং, কনটেন্ট রিভিউ এবং জনমত বিশ্লেষণে আধুনিক সফটওয়্যার বা ডেটা অ্যানালিটিক্স ব্যবহারে ঘাটতি আছে। জেলা পর্যায়ে তথ্য অফিসগুলোতে প্রশিক্ষিত জনবলের অভাব ও আধুনিক প্রযুক্তির ঘাটতি রয়েছে। ফলে কেন্দ্রের নীতিমালা মাঠ পর্যায়ে কার্যকরভাবে পৌঁছায় না।

জনবল কাঠামোতেও ভারসাম্যহীনতা বিদ্যমান— কিছু দপ্তরে অতিরিক্ত জনবল, আবার কোথাও বড় ঘাটতি। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রযুক্তি-সক্ষম কর্মীর সংখ্যা কম। অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিকোণে, মন্ত্রণালয়টি এখনো "সরকারি প্রচারের" কেন্দ্রবিন্দু হলেও নাগরিক-কেন্দ্রিক, দ্বিমুখী যোগাযোগের মডেল থেকে পিছিয়ে আছে। বর্তমান যুগের ডিজিটাল চাহিদা ও পরিবর্তনশীল মিডিয়া পরিবেশের সাথে সমন্বয়হীনতা স্পষ্ট।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের বর্তমান বাহ্যিক চিত্র

বাহ্যিকভাবে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এখনো সরকারি প্রচারমাধ্যমের প্রধান নিয়ন্ত্রক হিসেবেই পরিচিত। তবে সাধারণ নাগরিকের দৃষ্টিতে মন্ত্রণালয়টি একদিকে পুরনো ধাঁচের, অপরদিকে অদূরদর্শী একটি কাঠামো হিসেবে বিবেচিত হয়। বিটিভি ও বাংলাদেশ বেতারের কনটেন্ট এখনও অনেকাংশে সময়োচিত নয়, যা তরুণ প্রজন্মের আগ্রহ হারানোর বড় কারণ। সরকারিভাবে প্রচারিত বার্তাগুলো অনেক সময় বিশ্বাসযোগ্যতার সংকটে পড়ে কারণ জনগণের কাছে সেগুলো "একতরফা প্রচার" হিসেবে চিহ্নিত হয়।

অপরদিকে, সোশ্যাল মিডিয়া ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মের উত্থানের ফলে তথ্যপ্রবাহ এখন নাগরিক-নির্ভর হয়ে উঠেছে। অথচ মন্ত্রণালয় এই পরিবর্তিত বাস্তবতায় নিজেদের উপস্থিতি যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। অনলাইন সংবাদমাধ্যমের নিবন্ধন, ফ্যাক্ট-চেকিং, কনটেন্ট নীতিমালা, OTT প্ল্যাটফর্ম ইত্যাদি বিষয়ে স্পষ্ট ও আধুনিক নীতির ঘাটতি রয়েছে। ফলে একদিকে স্বাধীনতা আরেকদিকে বিশৃঙ্খলার দ্বন্দ্বে দেশীয় মিডিয়া ল্যান্ডস্কেপ দুর্বল হয়ে পড়ছে।

অনলাইন প্ল্যাটফর্মে মিথ্যা তথ্য (misinformation) এবং গুজব (disinformation) দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যা জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। সঠিক তথ্যের অভাব বা ভুল

তথ্যের আধিক্য সমাজে অস্থিরতা তৈরি করে। অনেক অনলাইন পোর্টাল দ্রুত সংবাদ প্রকাশের প্রতিযোগিতায় তথ্যের যাচাই-বাছাই (fact-checking) ছাড়াই সংবাদ পরিবেশন করে, যার ফলে ভুল বা অসম্পূর্ণ তথ্য প্রকাশিত হয়। অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলো হ্যাকিং, ডেটা চুরি এবং সাইবার আক্রমণের ঝুঁকিতে থাকে, যা সংবাদমাধ্যম এবং ব্যবহারকারী উভয়ের জন্যই হুমকি। কিন্তু অনলাইন গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণের জন্য সুনির্দিষ্ট ও কার্যকর আইন এবং নীতিমালার অভাব রয়েছে।

এছাড়া, আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি তুলে ধরার ক্ষেত্রে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের কার্যকরী উপস্থিতি এখনো খুব সীমিত। এক্সটারনাল ব্রডকাস্টিং

ও কনটেন্ট এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি হয়নি। সামগ্রিকভাবে, বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মন্ত্রণালয়টি এখন একটি 'reactive' rather than 'proactive' অবস্থানে অবস্থান করছে, যা অবিলম্বে রিফর্ম প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে।

১. প্র্যাক্টিস রিফর্ম (Practice Reform)

১.১ মাসিক মিডিয়া সংলাপ/ওপেন ফোরাম

প্রেক্ষাপট:

সরকারের তথ্য পরিবেশন ও মিডিয়ার স্বাধীনতার মাঝে একটি স্বচ্ছ সেতুবন্ধ তৈরির প্রয়োজন রয়েছে। গণমাধ্যমের প্রশ্ন ও জনগণের উদ্বেগের সুরাহা নিশ্চিত করতে 'গণশুনানিমূলক ওপেন ফোরাম' কার্যক্রম/প্লাটফর্ম প্রতিষ্ঠা জরুরি। এতে করে জবাবদিহি ও জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাবে।

উদ্দেশ্য:

সরকার ও গণমাধ্যমের মধ্যে স্বচ্ছ ও নিয়মিত সংলাপের সুযোগ তৈরির মাধ্যমে জবাবদিহি বৃদ্ধি।

ফলাফল:

জনসম্পৃক্ততা ও সাংবাদিকদের আস্থা বৃদ্ধি পাবে; তথ্য প্রবাহ হবে আন্তঃক্রিয়ামূলক।

পাইলটিং:

৩টি বিভাগীয় শহরে ওপেন ফোরাম আয়োজন করে প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনা করা হবে।

সহযোগিতায়:

সাংবাদিক ইউনিয়ন, সুশীল সমাজ।

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

৩টি ওপেন ফোরাম, অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকদের সংখ্যা, ১টি সংলাপ প্রতিবেদন।

দায়িত্ব: প্রশাসন অনুবিভাগ ও প্রেস অধিশাখা (মন্ত্রণালয়)

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫- নভেম্বর ২০২৫

১.২ সাংবাদিকদের পেশাগত প্রশিক্ষণের বাধ্যতামূলক কর্মসূচি

প্রেক্ষাপট:

অনেক গণমাধ্যমকর্মী আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ও তথ্য যাচাই প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষিত নন। ভুল তথ্য বা অপপ্রচার রোধে তাদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট অপরিহার্য।

উদ্দেশ্য:

সাংবাদিকদের তথ্য যাচাই, প্রযুক্তি ব্যবহার ও নৈতিকতা বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা।

ফলাফল:

ভুল তথ্য ও অপপ্রচারের হার কমবে এবং প্রতিবেদন হবে নির্ভরযোগ্য।

পাইলটিং:

জাতীয় পর্যায়ে ১টি ও জেলা পর্যায়ে ২টি পাইলট প্রশিক্ষণ আয়োজন।

সহযোগিতায়:

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

১০টি কোর্স, ২০০ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, ১টি মূল্যায়ন প্রতিবেদন।

দায়িত্ব: প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (PIB)

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫- নভেম্বর ২০২৫

১.৩ সরকারি সচেতনতামূলক প্রচারে নির্দিষ্ট টাইম স্লট

প্রেক্ষাপট:

স্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সরকারের বার্তা জনগণ অবহেলায় গ্রহণ করে, কারণ তা প্রাইম টাইমে প্রচারিত হয় না। নির্দিষ্ট টাইম স্লট এই তথ্য পৌঁছাতে সহায়ক।

উদ্দেশ্য:

গুরুত্বপূর্ণ বার্তা ও তথ্য প্রাইম টাইমে সম্প্রচারের মাধ্যমে সর্বাধিক দর্শকপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

ফলাফল:

সচেতনতামূলক বার্তা বেশি সংখ্যক নাগরিকের কাছে পৌঁছাবে।

পাইলটিং:

১টি নির্দিষ্ট টাইম স্লটে স্বাস্থ্য বার্তা প্রচার ও প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন।

সহযোগিতায়:

স্বাস্থ্য/ শিক্ষা/WASH সংস্থা।

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

২০টি বার্তা প্রচার, দর্শক জরিপ, ১টি টাইম স্লট সংরক্ষণ।

দায়িত্ব: বাংলাদেশ টেলিভিশন

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫- নভেম্বর ২০২৫

১.৪ তথ্য প্রাপ্তির জন্য ফিল্ড রেসপন্স ইউনিট

প্রেক্ষাপট:

জেলা ও উপজেলায় প্রচুর ভুল তথ্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য যাচাই ও সংশোধনের জন্য একটি ইউনিট গঠন প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য:

মাঠ পর্যায়ে দ্রুত তথ্য যাচাই ও সঠিক প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করা।

ফলাফল:

স্থানীয় পর্যায়ে গুজব রোধ ও তথ্যের মানোন্নয়ন সম্ভব হবে।

পাইলটিং:

৫টি জেলায় ফিল্ড রেসপন্স ইউনিট গঠন করে কার্যকারিতা পরীক্ষা

সহযোগিতায়:

জেলা প্রশাসন, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর।

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

৮টি জেলা ইউনিট গঠন, ৫০টি তথ্য যাচাই প্রতিবেদন, ১টি মনিটরিং ফ্রেমওয়ার্ক।

দায়িত্ব: প্রেস ও প্রশাসন অনুবিভাগ (মন্ত্রণালয়)

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫- নভেম্বর ২০২৫

১.৫ অভ্যন্তরীণ এডিটরিয়াল কোড চালু

প্রেক্ষাপট:

আত্মনিয়ন্ত্রণমূলক নীতি ছাড়া সংবাদপত্র বা টিভি যথাযথ আচরণ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। একটি সম্পাদকীয় নৈতিকতা রক্ষা কোড জরুরি।

উদ্দেশ্য:

মিডিয়ার জন্য একটি অভ্যন্তরীণ নৈতিকতা ও আচরণ বিধি প্রবর্তন করা।

ফলাফল:

সংবাদ পরিবেশনে শৃঙ্খলা ও নৈতিকতার মান উন্নয়ন ঘটবে।

পাইলটিং:

৩টি প্রাইভেট মিডিয়ায় কোড প্রয়োগ করে মূল্যায়ন করা হবে।

সহযোগিতায়:

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল।

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

১টি কোড প্রণয়ন, ৩টি মিডিয়ায় প্রয়োগ, ১টি মূল্যায়ন প্রতিবেদন।

দায়িত্ব: দায়িত্ব: তথ্য অধিদফতর, পিআইবি ও প্রেস অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫- নভেম্বর ২০২৫

১.৬ কমিউনিটি টিভি প্রচলনের কার্যকরী অনুশীলন

প্রেক্ষাপট:

গ্রামীণ জনগণ শহরকেন্দ্রিক প্রচারে তাদের অভাব অনুভব করে। কমিউনিটি টিভি তাদের কণ্ঠস্বর হিসেবে কাজ করতে পারে।

উদ্দেশ্য:

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর তুলে ধরতে স্থানীয় টিভি চালু করা।

ফলাফল:

স্থানীয় সমস্যা ও সাফল্যের প্রচারে ভারসাম্য তৈরি হবে।

পাইলটিং:

২টি উপজেলায় পরীক্ষামূলক কমিউনিটি টিভি সম্প্রচার চালু।

সহযোগিতায়:

এনজিও, স্থানীয় সরকার ।

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

২টি কমিউনিটি টিভি চালু, ১টি দর্শক জরিপ।

দায়িত্ব: সম্প্রচার অনুবিভাগ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫- নভেম্বর ২০২৫

১.৭ বিটিভি ও বেতারের কন্টেন্ট বিষয়ক কর্মশালা

প্রেক্ষাপট:

বিটিভি ও বেতারের কন্টেন্ট এর মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মশালা আয়োজন জরুরি।

উদ্দেশ্য:

প্রযোজক, স্ক্রিপ্টরাইটার, সম্পাদকদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও সৃজনশীলতা উন্নয়ন

ফলাফল:

অনুষ্ঠানের গুণগত মান ও দর্শক গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে।

পাইলটিং:

১টি বিভাগীয় কর্মশালা ও ১টি জাতীয় কর্মশালা আয়োজন করে ফলাফল পর্যালোচনা।

সহযোগিতায়:

সম্প্রচার অনুবিভাগ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

২টি কর্মশালা, ১০০ জন অংশগ্রহণকারী, প্রশিক্ষণ-পরবর্তী প্রতিবেদন।

দায়িত্ব: বিটিভি ও বাংলাদেশ বেতার

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫- নভেম্বর ২০২৫

১.৮ অনলাইন ট্র্যাকিং ও ফিডব্যাক সিস্টেম চালু

প্রেক্ষাপট:

মন্ত্রণালয় প্রদত্ত সেবাসমূহ যাতে অনলাইনে ট্র্যাক করা যায় সে ব্যবস্থা চালু করা এবং সেবা প্রদান শেষে জনগণ যাতে ফিডব্যাক দিতে পারে সে ব্যাবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য:

সেবার মান উন্নয়ন ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ডিজিটাল মনিটরিং চালু করা

ফলাফল:

সেবা কার্যক্রমে জবাবদিহি ও নাগরিক সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাবে।

পাইলটিং:

১টি অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ৩টি সেবা সংযুক্ত করে পরীক্ষামূলক প্রয়োগ।

সহযোগিতায়:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

২টি কমিউনিটি টিভি ১টি অনলাইন সিস্টেম, ১০০টি ফিডব্যাক, ১টি মাসিক পর্যালোচনা রিপোর্ট।, ১টি দর্শক জরিপ।

দায়িত্ব: প্রশাসন অনুবিভাগ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫- নভেম্বর ২০২৫

২. প্রসেস রিফর্ম (Process Reform)

২.১ অনলাইন নিউজপোর্টাল নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজীকরণ

প্রেক্ষাপট:

বর্তমান প্রক্রিয়া সময়ক্ষেপী ও ক্লায়েন্টবান্ধব নয়। ধাপ কমিয়ে ক্লায়েন্টদের টাইম, কস্ট, ভিজিট কমানো যেতে পারে।

উদ্দেশ্য:

অনলাইন নিবন্ধন প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ, সময়োপযোগী ও ক্লায়েন্টবান্ধব করে তোলা।

ফলাফল:

ক্লায়েন্টের সময় ও খরচ কমবে, সরকারি কাজের দক্ষতা বাড়বে।

পাইলটিং:

নির্দিষ্ট ৫টি অনলাইন নিউজ পোর্টালের ওপর পাইলট করে ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা যাচাই।

সহযোগিতায়:

জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তথ্য অধিদফতর।

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

প্রক্রিয়াকরণ সময় ৫০% হ্রাস, আবেদনকারীর সন্তুষ্টি ৮০%, অনলাইন আবেদন ৯০%।

দায়িত্ব: প্রেস অনুবিভাগ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫- নভেম্বর ২০২৫

২.২ ফাস্ট ট্র্যাক সংবাদ যাচাই ব্যবস্থা

প্রেক্ষাপট:

ভুয়া তথ্য দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। নির্ভরযোগ্য সংবাদ যাচাই ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে তথ্যের গুণগত মান নিশ্চিত হওয়া।

উদ্দেশ্য:

ভুয়া তথ্য দ্রুত প্রতিহত করে যাচাইকৃত তথ্য প্রচার নিশ্চিত করা।

ফলাফল:

ভুল তথ্যের কারণে বিভ্রান্তি কমবে, গণমাধ্যমে বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়বে।

পাইলটিং:

জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোর ওপর ৩ মাসের ট্রায়াল ভিত্তিক যাচাই প্ল্যাটফর্ম চালু।

সহযোগিতায়:

fact-check সংস্থা।

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

গড় যাচাই সময় ১২ ঘণ্টা, ভুয়া খবর শনাক্ত ৯৫%, সংশোধনী প্রচার ৮০%

দায়িত্ব: তথ্য অধিদফতর ও পিআইবি

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫- নভেম্বর ২০২৫

২.৩ মিডিয়া মনিটরিং অটোমেশন

প্রেক্ষাপট:

প্রচলিত মনিটরিং ব্যবস্থায় দক্ষতা ও গতির অভাব রয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক অটোমেশন প্রযুক্তি ব্যবহার করলে তদারকি আরও সুনির্দিষ্ট ও দ্রুত হবে।

উদ্দেশ্য:

প্রচারিত কনটেন্ট পর্যবেক্ষণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি প্রবর্তন।

ফলাফল:

ভুল তথ্যের কারণে বিভ্রান্তি কমবে, গণমাধ্যমে বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়বে।

পাইলটিং:

৫টি জনপ্রিয় টিভি চ্যানেল ও পত্রিকায় মনিটরিং অটোমেশন সিস্টেম প্রয়োগ।

সহযোগিতায়:

আইসিটি বিভাগ।

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

রিপোর্ট তৈরি সময় ৬০% হ্রাস, অ্যানালাইসিস এক্যুরেসি ≥ ৯০%, মানব সম্পদ ব্যবহার হ্রাস ৩০%।

দায়িত্ব: তথ্য অধিদফতর

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫- নভেম্বর ২০২৫

২.৪ অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির অনলাইন পোর্টাল

প্রেক্ষাপট:

গণমাধ্যম সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া জটিল ও সময়সাপেক্ষ। অনলাইন পোর্টাল সিস্টেম চালু হলে স্বচ্ছতা ও নাগরিক অংশগ্রহণ বাড়বে

উদ্দেশ্য:

গণমাধ্যম সংক্রান্ত অভিযোগ অনলাইনে গ্রহণ ও স্বচ্ছ নিষ্পত্তি নিশ্চিত করা

ফলাফল:

অভিযোগ নিষ্পত্তি সময় কমবে এবং নাগরিক অংশগ্রহণ বাড়বে।

পাইলটিং:

একটি নির্ধারিত বিভাগ/সেক্টরে অনলাইন অভিযোগ ব্যবস্থার পরীক্ষামূলক প্রবর্তন।

সহযোগিতায়:

a2i, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

নিষ্পত্তি সময় ১০ কার্যদিবস, অভিযোগের জবাব ৮০%, প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার ৭০%।

দায়িত্ব: মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন অনুবিভাগ এবং তথ্য অধিদফতর

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫- নভেম্বর ২০২৫

২.৫ লাইসেন্স নবায়ন অনলাইন প্রক্রিয়া

প্রেক্ষাপট:

অনুমোদন ও নবায়নের ক্ষেত্রে ঘুষ, দুর্নীতি ও দীর্ঘসূত্রিতা বিরাজ করে। অনলাইন প্রক্রিয়া এসব দুর্বলতা দূর করতে সহায়ক হবে।

উদ্দেশ্য:

অনলাইনে লাইসেন্স নবায়ন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করে দুর্নীতি হ্রাস করা।

ফলাফল:

ঘুষ ও দীর্ঘসূত্রিতার অভিযোগ কমে যাবে, প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আসবে।

পাইলটিং:

নির্ধারিত ২০টি চ্যানেলের জন্য অনলাইন নবায়ন সিস্টেম চালু।

সহযোগিতায়:

বিটিআরসি।

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

অনলাইন নবায়ন অনুপাতে ৮৫%, প্রক্রিয়া সময় ৫০% কমানো, গ্রাহক সন্তুষ্টি ৮০%।

দায়িত্ব: মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫- নভেম্বর ২০২৫

২.৬ মিডিয়া অডিট পদ্ধতি চালু

প্রেক্ষাপট:

মিডিয়া কনটেন্টের মান, নৈতিকতা ও প্রভাব মূল্যায়নে কোনো কাঠামোগত অডিট পদ্ধতি নেই। এটি চালু হলে উন্নয়নমূলক কনটেন্টকে উৎসাহিত করা যাবে।

উদ্দেশ্য:

কনটেন্টের মান ও সামাজিক প্রভাবের কাঠামোগত মূল্যায়ন চালু করা।

ফলাফল:

গুণগত কনটেন্ট উৎসাহিত হবে, অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব হবে।

পাইলটিং:

নির্বাচিত ১০টি প্রোগ্রামের অডিট ট্রায়াল চালানো।

সহযোগিতায়:

বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা সংস্থা

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

বার্ষিক ৫০ কনটেন্ট অডিট, গুণমান স্কোর ৭০%, সনাক্ত উন্নয়ন খাত ৫টি

দায়িত্ব: তথ্য অধিদফতর

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫- নভেম্বর ২০২৫

২.৭ সাংবাদিকদের ডিজিটাল পরিচয়পত্র

প্রেক্ষাপট:

মাঠ পর্যায়ে সাংবাদিকরা অনেক সময় হয়রানির শিকার হন। নিরাপত্তা ও পরিচয় নিশ্চিত করতে ই-আইডি অপরিহার্য।

উদ্দেশ্য:

মাঠ পর্যায়ে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ও পরিচয় নিশ্চিত করা।

ফলাফল:

হয়রানি কমবে, নিরাপদ ও সহজ যোগাযোগব্যবস্থা গড়ে উঠবে।

পাইলটিং:

৩টি প্রেস ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে ই-আইডি বিতরণ।

সহযোগিতায়:

পিআইডি, সাংবাদিক সংগঠন।

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

ইস্যুকৃত ই-আইডি ৫০০, মাঠ প্রতিবেদনে হয়রানি অভিযোগ ১০%, যাচাইকৃত পরিচয় ৯০%।

দায়িত্ব: মন্ত্রণালয়ের প্রেস অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫- নভেম্বর ২০২৫

৩. স্ট্রাকচারাল রিফর্ম (Structural Reform)

৩.১ বিসিএস (তথ্য) ক্যাডার-এর প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের প্রকল্প গ্রহণ

প্রেক্ষাপট:

দেশে শুধু তথ্য ক্যাডারের জন্য কোনো কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নেই। তথ্য ক্যাডারের মানোন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে এটি অত্যন্ত কার্যকর হবে।

উদ্দেশ্য:

তথ্য ক্যাডারের জন্য বিশেষায়িত, সময়োপযোগী ও পেশাগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

ফলাফল:

- তথ্য কর্মকর্তাদের পেশাগত সক্ষমতা ও আধুনিক মিডিয়া জ্ঞান বৃদ্ধি।
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানসম্পন্ন সরকারি বার্তা প্রচার নিশ্চিত।

সহযোগিতায়:

পিআইডি, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

ডিপিপি গঠন ও অনুমোদনের জন্য প্রেরণ এবং স্থান নির্বাচন।

দায়িত্ব: মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন অনুবিভাগ ও উন্নয়ন অধিশাখা

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫- নভেম্বর ২০২৫

৩.২ মন্ত্রণালয়ের টিভি ২ শাখা ভেঙে দুটি শাখা করা

প্রেক্ষাপট:

টিভি ২ শাখার কাজের ব্যাপ্তি অনেক বেশি । সে কারণে সেবা গ্রহীতার যথাযথ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে টিভি-২ শাখা ভেঙে দুটি শাখা করলে সেবা প্রদান সহজ হবে।

উদ্দেশ্য:

কাজের ভারসাম্য আনয়নে টিভি-২ শাখাকে পৃথক দুইটি ফাংশনাল ইউনিটে রূপান্তর করা।

ফলাফল:

- ফাইল নিষ্পত্তির গতি বৃদ্ধি ও সেবা গ্রহীতাদের সন্তুষ্টি বৃদ্ধি।
- প্রশাসনিক দক্ষতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি।

সহযোগিতায়:

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ।

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

- দুটি শাখা আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত ও কার্যক্রম শুরু (Yes/No)
- মাসিক ফাইল নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি

দায়িত্ব: প্রশাসন অনুবিভাগ ও সম্প্রচার অনুবিভাগ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫- ডিসেম্বর ২০২৫

৩.৩ জেলা তথ্য অফিসকে মিডিয়া হাবে রূপান্তর

প্রেক্ষাপট:

জেলা পর্যায়ে সরকারি তথ্য প্রচারে ঘাটতি রয়েছে। স্থানীয় মিডিয়ার সঙ্গে সমন্বয় করে কার্যকর প্রচারণা চালাতে হাব গঠন জরুরি।

উদ্দেশ্য:

জেলা পর্যায়ে মিডিয়া কার্যক্রম ও সরকারি তথ্য প্রচার জোরদার করা।

ফলাফল:

- স্থানীয় গণমাধ্যমের সঙ্গে সমন্বিত প্রচার কার্যক্রম।
- জনগণের মধ্যে তথ্যের প্রবাহ বৃদ্ধি।

সহযোগিতায়:

জেলা প্রশাসন

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

- রূপান্তরিত মিডিয়া হাব সংখ্যা ২০ টি জেলা
- স্থানীয় মিডিয়া ও প্রশাসনের যৌথ সভা ৪টি প্রতি বছর

দায়িত্ব: তথ্য অধিদফতর ও তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫- ডিসেম্বর ২০২৫

৩.৪ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে ই-গভ সেল গঠন

প্রেক্ষাপট:

তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর প্রশাসন গড়ে তুলতে একটি সমন্বিত ICT সেল প্রয়োজন। এতে করে ডিজিটাল ট্র্যাকিং ও মনিটরিং সম্ভব হবে।

উদ্দেশ্য:

ডিজিটাল মনিটরিং, ডাটাবেইস ম্যানেজমেন্ট ও ট্র্যাকিং ব্যবস্থা চালু করা।

ফলাফল:

- প্রকল্প ও কার্যক্রমের রিয়েলটাইম ট্র্যাকিং
- মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে প্রযুক্তির একীভূত ব্যবহার

সহযোগিতায়:

a2i

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

- গঠিত e-Gov সেল সংখ্যা (১টি)
- ট্র্যাকিং সফটওয়্যার/ ড্যাশবোর্ড চালু ৩টি

দায়িত্ব: মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫- ডিসেম্বর ২০২৫

৩.৫ বিটিভিতে পূর্ণাঙ্গ সোশ্যাল মিডিয়া ইউনিট গঠন

প্রেক্ষাপট:

মানুষ এখন কন্টেন্ট ইউটিউব, ফেসবুকে দেখে টিভিতে কম দেখে। সোশ্যাল মিডিয়া একটি আয়বর্ধক প্ল্যাটফর্ম। সরকারের আয়বৃদ্ধির জন্য তাই পূর্ণাঙ্গ সোশ্যাল মিডিয়া ইউনিট স্থাপন জরুরি।

উদ্দেশ্য:

বিটিভির সোশ্যাল মিডিয়া উপস্থিতি বাড়িয়ে তরুণ প্রজন্মের কাছে পৌঁছানো ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধি।

ফলাফল:

- বিটিভির ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অধিক দর্শক আকর্ষণ।
- গুগল/ফেসবুক মনিটাইজেশনের মাধ্যমে আয়।

সহযোগিতায়:

বিটিভি

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

- ইউনিট গঠন • ভিডিও ভিউ ≥ ১০ লাখ প্রতি মাস
- ডিজিটাল মাধ্যমে বার্ষিক আয় ≥ ১০ লাখ টাকা

দায়িত্ব: সম্প্রচার অনুবিভাগ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫- ডিসেম্বর২০২৫

৩.৬ তথ্য অধিদফতরে পলিসি সাপোর্ট ইউনিট

প্রেক্ষাপট:

নীতিগত গবেষণা, বিশ্লেষণ এবং প্রভাব মূল্যায়নের জন্য একটি টেকসই ইউনিট দরকার, যা নীতিনির্ধারকদের সহায়তা করতে পারে।

উদ্দেশ্য:

নীতিগত গবেষণা, ডেটা বিশ্লেষণ ও প্রভাব মূল্যায়ন সক্ষমতা তৈরি।

ফলাফল:

- প্রমাণভিত্তিক নীতিনির্ধারণে সহায়তা।
- সমকালীন চ্যালেঞ্জ নিয়ে গবেষণাপত্র প্রণয়ন।

সহযোগিতায়:

ইউএনডিপি, বিশ্ববিদ্যালয়

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

- ইউনিট গঠন ও কর্মী নিয়োগ (৫ জন বিশেষজ্ঞ)
- বছরে গবেষণা/ নীতিগত বিশ্লেষণ প্রতিবেদন ৫টি

দায়িত্ব: তথ্য অধিদফতর

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫- ডিসেম্বর ২০২৫

৩.৭ "Women in Media" সেল স্থাপন

প্রেক্ষাপট:

নারী সাংবাদিকদের নিরাপত্তা, অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব নিশ্চিত করতে একটি পৃথক ও শক্তিশালী ইউনিট অপরিহার্য।

উদ্দেশ্য:

নারী সাংবাদিকদের নিরাপত্তা, ক্ষমতায়ন এবং নেতৃত্বে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।

ফলাফল:

- গণমাধ্যমে নারীদের অংশগ্রহণ ও সুযোগ বৃদ্ধি।
- লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য কমিয়ে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক মিডিয়া পরিবেশ তৈরি।

সহযোগিতায়:

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সাংবাদিক সংগঠন

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

- সেল গঠন ও অপারেশনালাইজড (১টি)
- নারীর জন্য নিরাপত্তা, প্রশিক্ষণ ও নেতৃত্ব কর্মসূচি ১০টি

দায়িত্ব: মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫- নভেম্বর ২০২৫

৪. পলিসি রিফর্ম (Policy Reform)

৪.১ জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা আধুনিকীকরণ

প্রেক্ষাপট:

ডিজিটাল মিডিয়ার উত্থানে প্রচলিত সম্প্রচার নীতিমালা কার্যকরতা হারাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, অনলাইন স্ট্রিমিং ও ইউজার-জেনারেটেড কনটেন্টের মাধ্যমে তথ্যের প্রবাহে আমূল পরিবর্তন এসেছে। তাই গণমাধ্যমে দায়িত্বশীলতা ও তথ্যের সঠিকতা নিশ্চিত করতে এ রিফর্ম প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য:

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মভিত্তিক কনটেন্ট প্রবাহের জন্য একটি যুগোপযোগী ও দায়িত্বশীল সম্প্রচার কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা।

ফলাফল:

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও অনলাইন স্ট্রিমিং কনটেন্টের জন্য দায়িত্বশীলতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে।

সহযোগিতায়:

আইন ও বিচার বিভাগ।

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন, stakeholder সভা ৩টি, নাগরিক মতামত নিয়ে ১টি সমীক্ষা, ৫টি টিভি/ অনলাইন মাধ্যমে ট্রায়াল প্রয়োগ।

দায়িত্ব: সম্প্রচার অনুবিভাগ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫- ডিসেম্বর ২০২৫

৪.২ তথ্য অধিকার আইন হালনাগাদের খসড়া তৈরি

প্রেক্ষাপট:

তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের অংশগ্রহণমূলক শাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্য অধিকার আইন আরও স্বচ্ছ ও কার্যকর হওয়া দরকার। বিদ্যমান আইনে দৃষ্টিভঙ্গির আপডেট প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য:

তথ্যপ্রাপ্তি সহজীকরণ এবং নাগরিক অংশগ্রহণকে শক্তিশালী করতে তথ্য অধিকার আইনে সংস্কার।

ফলাফল:

জনগণ তথ্যের অধিকারের ক্ষেত্রে অধিক ক্ষমতায়িত ও সচেতন হবে।

সহযোগিতায়:

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সুশীল সমাজ।

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

হালনাগাদকৃত তথ্য অধিকার আইনের খসড়া প্রস্তুত।

দায়িত্ব: প্রেস অনুবিভাগ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং তথ্য কমিশন

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫- নভেম্বর ২০২৫

৪.৩ BTV' র সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন নীতিমালা

প্রেক্ষাপট:

রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার মাধ্যমের সামগ্রিক প্রভাব, বিশেষ করে নারীদের ক্ষমতায়ন ও শিশুদের আচরণগত পরিবর্তনে কী ভূমিকা রাখছে তা নিয়মিত মূল্যায়ন করা জরুরি।

উদ্দেশ্য:

BTV কনটেন্ট সমাজে বিশেষ করে নারী ও শিশুর ওপর কী প্রভাব ফেলে তা নিয়মিত পরিমাপ করা।

ফলাফল:

কনটেন্ট পরিকল্পনায় প্রভাব-ভিত্তিক কৌশল প্রয়োগ সহজ হবে।

সহযোগিতায়:

গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং অংশীজন।

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

প্রভাব মূল্যায়নের জন্য ১টি নীতিমালা, ২টি পাইলট সমীক্ষা, ১টি গবেষণা প্রতিবেদন।

দায়িত্ব: বাংলাদেশ টেলিভিশন (BTV) ও মন্ত্রণালয়ের এ সংক্রান্ত প্রকল্প

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫- নভেম্বর ২০২৫

৪.৪ টেলিভিশন রেটিং পয়েন্ট (টিআরপি) সেবা প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা

প্রেক্ষাপট:

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের ভিত্তিতে বর্তমানে বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক টিআরপি সেবা প্রদান করা হয়। কিন্তু এ সংক্রান্ত কোনো নীতিমালা না থাকায় টিআরপি সেবার মান নিয়ে অংশীজনদের মধ্যে অনেকসময় প্রশ্নের উদ্ভব হয়। টিআরপি সেবা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য:

টিআরপি সেবার মান ও বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য একটি নীতিগত কাঠামো তৈরি।

ফলাফল:

সঠিক টিআরপি ডেটা ব্যবহার করে বিজ্ঞাপন ও প্রোগ্রাম নীতি নির্ধারণ সহজ হবে।

সহযোগিতায়:

বিটিআরসি, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, এ সংক্রান্ত বেসরকারি ফার্ম।

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

প্রস্তুতকৃত টেলিভিশন রেটিং পয়েন্ট (টিআরপি) সেবা প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা।

দায়িত্ব: সম্প্রচার অনুবিভাগ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫- ডিসেম্বর ২০২৫

৪.৫ ওটিটি নীতিমালা প্রণয়ন

প্রেক্ষাপট:

বর্তমান সময়ে ওটিটিব প্ল্যাটফর্মের জনপ্রিয়তা ঈর্ষণীয়। কিন্তু কোনো নীতিমালা না থাকায় কন্টেন্ট মূল্যায়ন সম্ভব হচ্ছে না। সরকার কাম্য রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

উদ্দেশ্য:

ওটিটি কনটেন্টের গুণগত মান ও কর কাঠামোর আওতায় আনতে স্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন।

ফলাফল:

কনটেন্ট মূল্যায়ন ও রাজস্ব আহরণে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে।

সহযোগিতায়:

অংশীজন

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

ওটিটি নীতিমালা প্রণীত।

দায়িত্ব: সম্প্রচার অনুবিভাগ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫- ডিসেম্বর ২০২৫

৪.৬ কেবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা আইন, ২০০৬ হালনাগাদকরনের খসড়া প্রস্তুত

প্রেক্ষাপট:

২০০৬ সালে আইনটি প্রণয়নের পর ইতোমধ্যে প্রায় ২০ বছর অতিবাহিত হয়েছে। দেশে সরকারি-বেসরকারি অনুমোদিত টেলিভিশন চ্যানেলের সংখ্যা মোট ৪৯ এবং বিদেশি অনেক চ্যানেল কেব্‌ল্ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দর্শকের নিকট পৌছে যায়। পাশাপাশি ডিটিএইচ, আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, আইওটি ইত্যাদি নতুন নতুন প্রযুক্তির আবির্ভাব হয়েছে। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে জনগণকে স্মার্ট সেবা প্রদানের জন্য আইনটি যুগোপযোগি করা প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য:

প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দর্শকদের জন্য স্মার্ট সেবা নিশ্চিত করা।

ফলাফল:

কেবল টিভি পরিষেবা ডিজিটাল ও অধিকতর নিরাপদ হবে।

সহযোগিতায়:

জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

হালনাগাদকৃত কেবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা আইন এর খসড়া প্রণীত।

দায়িত্ব: সম্প্রচার অনুবিভাগ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, ও

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫- ডিসেম্বর ২০২৫

৪.৭ সম্প্রচার আইন (গণমাধ্যম আইন)

প্রেক্ষাপট:

সম্প্রচার ও অনলাইন গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানসমূহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, মান উন্নয়ন ও আইনি সুরক্ষার বিধান প্রণয়নসহ সম্প্রচার কমিশন গঠনের লক্ষ্যে সম্প্রচার আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য:

সম্প্রচারে মান নিয়ন্ত্রণ, আইনি সুরক্ষা ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আইনি কাঠামো তৈরি।

ফলাফল:

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা একসঙ্গে নিশ্চিত হবে।

সহযোগিতায়:

আইন ও বিচার বিভাগ ও অংশীজন।

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

সম্প্রচার আইন (গণমাধ্যম আইন)- এর খসড়া প্রণীত।

দায়িত্ব: সম্প্রচার অনুবিভাগ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫ – সেপ্টেম্বর ২০২৬

৪.৮ ফ্যাক্টচেক গাইডলাইন

প্রেক্ষাপট:

বর্তমান মিসইনফরমেশন, ডিজইনফরমেশনের সময়ে ফ্যাক্টচেক একটি জরুরি বিষয়। ফ্যাক্টচেকের মাধ্যমে জনগণ সত্য তথ্য পেতে পারে।

উদ্দেশ্য:

ভুল ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তথ্য প্রতিরোধে গণমাধ্যমের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

ফলাফল:

মিডিয়ায় সত্যনিষ্ঠতা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

সহযোগিতায়:

বিটিআরসি, সাংবাদিক এসোসিয়েশন ও অংশীজন।

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

প্রণীত ও কার্যকর ফ্যাক্টচেক গাইডলাইন।

দায়িত্ব: পিআইবি ও পিআইডি, প্রেস ১ শাখা (মন্ত্রণালয়)

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫- নভেম্বর ২০২৫

৫. অন্যান্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগসমূহ

৫.১ Media Innovation Fund (মিডিয়া উদ্ভাবন তহবিল) গঠন: তরুণ সাংবাদিক, কনটেন্ট ক্রিয়েটর, ইনফ্লুয়েন্সার ও স্থানীয় কনটেন্ট নির্মাতাদের সহায়তা করতে সরকারি অনুদান বা বৃত্তি প্রদান।

৫.২ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে কার্যকর ট্র্যাকিং সিস্টেম: নাগরিকরা অনলাইনে RTI আবেদন করে তার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করতে পারবে।

৫.৩ জাতীয় মিডিয়া দিবস ও মিডিয়া পুরস্কার চালু: সাংবাদিকতা, তথ্যসেবা ও ডিজিটাল কনটেন্টে অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহ প্রদান।

৫.৪ জাতীয় ডিজিটাল আর্কাইভ ও মিডিয়া মিউজিয়াম গঠন: বিটিভি/বেতারের ঐতিহাসিক ভিডিও, অডিও, প্রোগ্রাম, পোস্টার, চলচ্চিত্র ইত্যাদি সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের জন্য।

৫.৫ উন্নয়ন সাংবাদিকতা (Development Journalism) উৎসাহ দেওয়া: স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ, নারী-শিশু অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে গঠনমূলক ও গবেষণাধর্মী সাংবাদিকতাকে উৎসাহিত করা।

৫.৬ বাংলাদেশের জন্য বিদেশি ভাষায় ব্রডকাস্ট বা কনটেন্ট প্রস্তুতকরণ: আন্তর্জাতিক সম্প্রচারে বিদেশি ভাষায় সংবাদ, ডকুমেন্টারি, ভিডিও রিপোর্ট তৈরি করে বৈশ্বিক শ্রোতাদের কাছে দেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা।

৫.৭ Digital Media Literacy কর্মসূচি সারাদেশে চালু: স্কুল, কলেজ ও স্থানীয় কমিউনিটিতে ডিজিটাল নিরাপত্তা, গুজব, ভুয়া সংবাদ চেনার উপায় ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা তৈরি।

৫.৮ কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও অনলাইন মিডিয়ার জন্য ট্রেনিং কোর্স: ভিডিও এডিটিং, ফ্যাক্ট-চেকিং, responsible content creation ইত্যাদি বিষয়ের ওপর মাস্টারক্লাস বা সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম।

৫.৯ Smart Public Communication Strategy তৈরি: জরুরি বা সংকটকালীন সময়ে সরকার কীভাবে দ্রুত, স্বচ্ছ ও সমন্বিত বার্তা প্রচার করবে, তার জন্য একটি আগাম যোগাযোগ পরিকল্পনা।

৫.১০ 'Bangladesh Media Index' চালু করা: মিডিয়া স্বাধীনতা, কনটেন্ট বৈচিত্র্য, নাগরিক বিশ্বাসযোগ্যতা, গুণগত মান ইত্যাদি সূচকের ভিত্তিতে প্রতি বছর একটি রিপোর্ট প্রকাশ।

উপসংহার

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের পলিসি, প্র্যাকটিস, প্রসেস, এবং স্ট্রাকচারাল রিফর্মের চারটি প্রস্তাবই সমন্বিতভাবে একটি আধুনিক, স্বচ্ছ, জনমুখী এবং ডিজিটালভাবে সক্ষম মন্ত্রণালয় গঠনের রূপরেখা নির্ধারণ করে। পলিসি রিফর্মের মাধ্যমে সময়োপযোগী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিমালা প্রণয়ন এবং তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার উপায় প্রস্তাব করা হয়েছে। প্র্যাকটিস রিফর্মে কর্মপদ্ধতির দক্ষতা বৃদ্ধি ও আচরণগত পরিবর্তনের দিকটি গুরুত্ব পেয়েছে। প্রসেস রিফর্ম প্রস্তাবে প্রশাসনিক জটিলতা হ্রাস, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার এবং সেবার গতি বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। স্ট্রাকচারাল রিফর্মে প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোর আধুনিকীকরণ, জনবল পুনর্বিন্যাস এবং একীভূত কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করার পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।এই রিফর্ম পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় একটি গতিশীল, অংশগ্রহণমূলক ও ফলাফলমুখী দপ্তর হিসেবে রূপান্তরিত হবে। এর ফলে তথ্য ও সম্প্রচারের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক চেতনা, সামাজিক সচেতনতা এবং উন্নয়নমুখী বার্তা সম্প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। সবশেষে, এই রিফর্ম প্রস্তাবগুলোর সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হবে রাজনৈতিক সদিচ্ছা, দক্ষ নেতৃত্ব, আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় এবং নাগরিক সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ।

পাইলট উদ্যোগ:
বাংলাদেশে অনলাইন নিউজ পোর্টাল নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজীকরণ

সেপ্টেম্বর - ডিসেম্বর ২০২৫

গভর্নেন্স সমস্যার বর্ণনা

বাংলাদেশে অনলাইন নিউজ পোর্টাল নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজীকরণ। বর্তমান প্রক্রিয়ায় একজন আবেদনকারীর সময়, ব্যয় ও ভিজিট অনেক বেশি। সে হয়রানির শিকার হয় প্রক্রিয়াগত কারণে। বর্তমান পদ্ধতি ডিজিটাল নয়।

সমস্যার কারণ (Causes of the Problem):

1. আবেদন প্রক্রিয়া ম্যানুয়াল ও কাগজপত্র নির্ভর, ফলে সময় বেশি লাগে।
2. আবেদনকারীদের PID-তে আবেদন করতে হয়, যা একটি অতিরিক্ত স্তর সৃষ্টি করে।
3. PID একত্রিত করে আবেদন পাঠায়, এতে বিলম্ব হয় এবং স্বচ্ছতা কমে।
4. মন্ত্রণালয়ের ফাইল প্রক্রিয়া জটিল এবং উপদেষ্টা ও জননিরাপত্তা বিভাগের অনুমোদন বাধ্যতামূলক।
5. তদন্তের জন্য কোনো নির্দিষ্ট কাঠামো বা টাইমলাইন নির্ধারিত নেই।
6. অনুমোদনের পর তথ্য অধিদফতর সনদ ইস্যু করে, ফলে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে দেরি হয়।
7. আবেদনকারীকে চালান জমা ও সনদ গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ না থাকায় সময় ও খরচ বৃদ্ধি পায়।
8. আবেদন নিষ্পত্তিতে কোনো সময়াবদ্ধ নিয়ম নেই।

সমস্যার ফলাফল (Consequences of the Problem):

1. আবেদন প্রক্রিয়া দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ হয়, ফলে নাগরিক ভোগান্তি বাড়ে।
2. সনদ ইস্যুতে অনিশ্চয়তা ও অনিয়মের সুযোগ সৃষ্টি হয়।
3. প্রশাসনিক ব্যয় ও কর্মঘণ্টা অকারণে বৃদ্ধি পায়।
4. দুর্নীতির ঝুঁকি বাড়ে, কারণ ফাইল "ওঠা-নামা" অনেক ধাপে হয়।
5. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি ব্যাহত হয়, ফলে বিশ্বাসযোগ্যতা কমে।
6. দ্রুত তথ্য যাচাই ও মনিটরিং সম্ভব হয় না, যার ফলে ভুল সনদ ইস্যুর সম্ভাবনা থাকে।
7. তদন্তে প্রায় সাড়ে তিন হাজার আবেদন পেন্ডিং রয়েছে।

সংস্কার উদ্যোগের বর্ণনা

বর্তমান প্রক্রিয়ায় অনলাইন নিউজপোর্টালের নিবন্ধন সনদের জন্য আবেদনকারী তথ্য অধিদফতরে(পিআইডি) আবেদন করে। নির্ধারিত ফর্মে ম্যনুয়ালি আবেদন করে। আবেদন সচিবালয়ে এসে করতে হয় ,সচিবালয়ে প্রবেশ সংরক্ষিত। পিআইডি অনেকগুলো আবেদন একত্র করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এ প্রেরণ করে, মন্ত্রণালয় ফাইলে তুলে উপদেষ্টার অনুমোদন নিয়ে জননিরাপত্তা বিভাগে প্রেরণ করে তদন্তের জন্য। এ ক্ষেত্রে যুগ্মসচিব এর অনুমোদন নিয়ে তদন্তের জন্য প্রেরণ করলেফাইল ওঠা ও নামায় ৬ ধাপের সময় সাশ্রয় হয়। আবেদন পিআইডিতে না করে সরাসরি অনলাইনে মন্ত্রণালয়ে করলে একটি বড় ধাপ কমে এতে অর্থ ও সময় সাশ্রয় হবে। তদন্ত কাজে কোনো কাঠামো নেই, সেক্ষেত্রে কী কী দেখা হবে তার খসড়া কাঠামো প্রস্তুত করার জন্য জননিরাপত্তা বিভাগের সাথে মিটিং করা যাতে তদন্ত ২০ দিনের মধ্যে সমাপ্ত হয়। তারপর রিপোর্ট পেলে পুনরায় ফাইল তুলে উপদেষ্টার অনুমোদন গ্রহণ করা হবে। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন হলে একটা এসএমএস আবেদনকারীর কাছে যাবে এবং তিনি নির্ধারিত মূল্য এ-চালানের মাধ্যমে জমা দিয়ে প্রমাণক অনলাইনে মন্ত্রণালয়কে দিবেন তারপর নিবন্ধন সনদ অনলাইনে ইস্যু করা হবে। দুবছর পর পর নবায়ন করতে হবে। নিবন্ধন সনদ প্রেরণ করা হলে তার একটি কপি তথ্য অধিদফতরকে দেওয়া হবে। তারা পরবর্তী কার্যক্রম মনিটরিং করবে। বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের পর তথ্য অধিদফতর সনদ ইস্যু করে। মন্ত্রণালয় সনদ ইস্যু করলে ধাপটি কমে যাবে।

সংস্কার উদ্যোগের প্রস্তাবিত পরিসংখ্যান

ক) পাইলট সংস্কার উদ্যোগের শিরোনামঃ বাংলাদেশে অনলাইন নিউজ পোর্টাল নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজীকরণ।

খ) কোন প্রতিষ্ঠান উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করবে? তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় (সহযোগিতায়ঃ তথ্য অধিদপ্তর, জননিরাপত্তা বিভাগ)

গ) কোথায় পাইলটিং হবে? পাইলটিং বিবেচনার যৌক্তিকতা কী? তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে পাইলটিং হবে। মোট ৫টি আবেদন প্রক্রিয়া নিয়ে পাইলটিং হবে। কাজটি যেহেতু মন্ত্রণালয়ে হবে সেহেতু পাইলটিং মন্ত্রণালয়ে করাটাই যৌক্তিক।

ঘ) পাইলটিং কখন শুরু এবং কখন সমাপ্ত হবে? ১লা সেপ্টেম্বর ২০২৫ – ৩০ নভেম্বর ২০২৫

ঙ) পাইলটিং এর ফলে কতজন ব্যক্তির উপকার হবে এবং কী পরিমাণ অর্থের সাশ্রয় হবে? এ কাজের ফলে সকল আবেদনকারীর টাইম,কস্ট, ভিজিট কমবে। ন্যুনতম ৪০ শতাংশ টাইম কষ্ট, ভিজিট কমবে। জনগণের হয়রানি কমবে। সরকারের রাজস্ব বাড়বে।

পাইলট বাস্তবায়নের সাথে কারা কারা সম্পৃক্ত হবেন এবং তাদেরকে কীভাবে কাজে লাগানো যাবে।

নীতিনির্ধারক পর্যায়:

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়:

- প্রকল্প অনুমোদন, নির্দেশনা প্রদান, এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় সাধন।
- প্রকল্প পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য টাস্কফোর্স গঠন।

জননিরাপত্তা বিভাগ:

- তদন্ত কাঠামোর যৌক্তিকতা যাচাই ও বাস্তবায়ন তদারকি।
- ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী অনুমোদন প্রক্রিয়ার সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ।

কারিগরি ও বাস্তবায়ন পর্যায়:

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের প্রেস অধিশাখা:

- আবেদন যাচাই, প্রাথমিক স্ক্রুটিনি, এবং মনিটরিং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন।
- অনলাইন সনদ প্রেরণের পর মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা।

আইসিটি বিভাগ / A2I:

- অনলাইন আবেদন প্ল্যাটফর্ম ও ট্র্যাকিং সিস্টেম ও ফিডব্যাক ডেভেলপমেন্ট।
- ব্যবহারকারীবান্ধব ডিজিটাল সেবা নিশ্চিতকরণ।

বেসরকারি আইটি ফার্ম (যদি আউটসোর্স করা হয়):

- প্রযুক্তিগত সহায়তা, সফটওয়্যার ব্যবস্থাপনা ও আপডেট।
- সিস্টেম ট্রায়াল, বাগ ফিক্সিং এবং ইউজার ইন্টারফেস উন্নয়ন।

নিয়ন্ত্রক ও নিরীক্ষা পর্যায়:

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ইউনিট / সংশ্লিষ্ট কনসালট্যান্টস:

- পাইলট বাস্তবায়নের গুণগত মান পর্যবেক্ষণ।
- প্রক্রিয়াগত দুর্বলতা চিহ্নিত করে প্রতিবেদন প্রদান।

বিটিভি / অন্যান্য মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম:

- প্রচার ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা।
- ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থার বার্তা জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা উন্নয়ন:

পিআইবি ও জাতীয় গণমাধ্যম ইন্সটিটিউট :

- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- অনলাইন প্ল্যাটফর্ম পরিচালনায় দক্ষতা তৈরি।

সংস্কার উদ্যোগটি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিস্তারিত কার্যক্রম

সংস্কার কার্যক্রমের ৩ মাসের একশন প্ল্যান

ক্রম	কার্যক্রম	কে বাস্তবায়ন করবে	বাস্তবায়নের নির্ধারিত সময়	সমন্বয়ের বিষয়/ মন্তব্য
০১	অনলাইন আবেদন প্ল্যাটফর্ম ডিজাইন ও ডেভেলপমেন্ট শুরু	ICT বিভাগ / A2I	১ম-১৫তম দিন	ইউজার ফ্রেন্ডলি ডিজাইন ও সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে
০২	তদন্ত কাঠামো চূড়ান্তকরণ ও জননিরাপত্তা বিভাগের সাথে বৈঠক	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় + জননিরাপত্তা বিভাগ	১৬ম-৩০তম দিন	তদন্ত সূচি ও মাপকাঠি নির্ধারণ জরুরি
০৩	প্রধান পাইলট আবেদন গ্রহণ ও ফাইল প্রক্রিয়ার সহজীকরণ পরীক্ষা	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	১৬ম-৩০তম দিন	ফাইল চলাচল ধাপ কমিয়ে দ্রুত অনুমোদনের ব্যবস্থা
০৪	পাইলট এলাকায় ট্রায়াল চালানো ও সমস্যা চিহ্নিতকরণ	তথ্য অধিদফতর (PID)	৩১ম-৪৫তম দিন	ব্যবহারকারীর প্রতিক্রিয়া যাচাই করতে হবে
০৫	প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা	BPATC, NIMC, PIB	৪৬ম-৬০তম দিন	মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে
০৬	অনুমোদিত আবেদনকারীদের সনদ অনলাইনে ইস্যু করা	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	৬১তম - ৭৫তম দিন	SMS/ই-মেইলের মাধ্যমে আবেদনকারীদের অবহিতকরণ
০৭	সমাপ্তি মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন তৈরি	টাস্কফোর্স কমিটি	৭৬তম - ৯০তম দিন	ভবিষ্যতের জন্য টেকসই পরিকল্পনার সুপারিশ প্রদান

পাইলট সংস্কার উদ্যোগটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এর বন্ধ হওয়া রোধ করা, অভীষ্ট গ্রুপের নিকট এটিকে জনপ্রিয় করা, মনিটরিং কার্যক্রম এবং এর রেপ্লিকেট/রোলিং আউটসহ টেকসইকরণ বিষয়ে কী কী কৌশল গ্রহণ করা হবে?

১. উদ্যোগ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও বন্ধ হওয়া রোধে কৌশল:

- পাইলট প্রকল্পের জন্য আলাদা টাস্কফোর্স বা সেল গঠন (দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সমন্বয়ের জন্য)।
- মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ের নিয়মিত রিভিউ মিটিং ও অগ্রগতি ট্র্যাকিং ব্যবস্থা।
- রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান তৈরি (যেমন: রাজনৈতিক পরিবর্তন, বাজেট ঘাটতি)।
- আইন ও নীতিমালার মধ্যে প্রকল্পটির অন্তর্ভুক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ নিশ্চিত করা।
- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য পারফরমেন্স ইনসেনটিভ চালু।

২. জনপ্রিয়করণ ও অংশগ্রহণমূলক কৌশল (অভীষ্ট গ্রুপ):

- ডিজিটাল ও প্রচার মাধ্যমে জনসচেতনতা কার্যক্রম (ভিডিও, পুস্তিকা, ফেসবুক লাইভ)।
- আবেদনকারীদের মতামত ও অভিজ্ঞতা জানার জন্য "ফিডব্যাক পোর্টাল" চালু।
- ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম।
- সাংবাদিক, মিডিয়া ও সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্টতা বৃদ্ধি।
- Success Stories ও "কেন এই সিস্টেম ভালো" বিষয়ক স্টোরিবোর্ড প্রচার।

৩. মনিটরিং ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা:

- Dashboard ভিত্তিক রিয়েলটাইম মনিটরিং সিস্টেম তৈরি।
- নিরপেক্ষ মূল্যায়নের জন্য তৃতীয় পক্ষ নিরীক্ষা (Third party evaluation)
- প্রতি মাসে Key Performance Indicators (KPIs) পর্যালোচনা।
- সমস্যা সমাধানে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে Hotline/Helpdesk চালু।
- মনিটরিং ও ইভালুয়েশনের জন্য পৃথক বাজেট ও মানবসম্পদ বরাদ্দ।

৪. রেপ্লিকেশন/রোলিং আউট কৌশল (সারা দেশে সম্প্রসারণ):

- পাইলট সফল হলে ধাপে ধাপে অঞ্চলভিত্তিক রোলআউট (বিভাগ, জেলা, উপজেলা)।
- প্রতিটি ধাপে শিক্ষণীয় দিক চিহ্নিত করে "Lessons Learned Report" তৈরি।
- Capacity-building training manual তৈরি করে প্রশিক্ষক দল গঠন।
- স্থানীয় পর্যায়ে ICT অফিসারদের অন্তর্ভুক্ত করে ডিজিটাল সাপোর্ট টিম গঠন।
- পাইলটের সাফল্য ও গ্রহণযোগ্যতা সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে প্রচার।

৫. টেকসইকরণ কৌশল:

- পাইলটকে জাতীয় ডিজিটাল সার্ভিস ফ্রেমওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত করা।
- Budgetary Allocation নিয়মিত বাজেট প্রক্রিয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা।
- সময়মতো সিস্টেম আপগ্রেড ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সাপোর্ট চুক্তি (AMC)।
- ব্যবহৃত তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রমাণভিত্তিক নীতিমালা তৈরি।
- নাগরিক ও স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে বার্ষিক রিভিউ ও শুনানির আয়োজন।

118th Senior Staff Course

Enabling RIOs to Bring Changes through Leadership

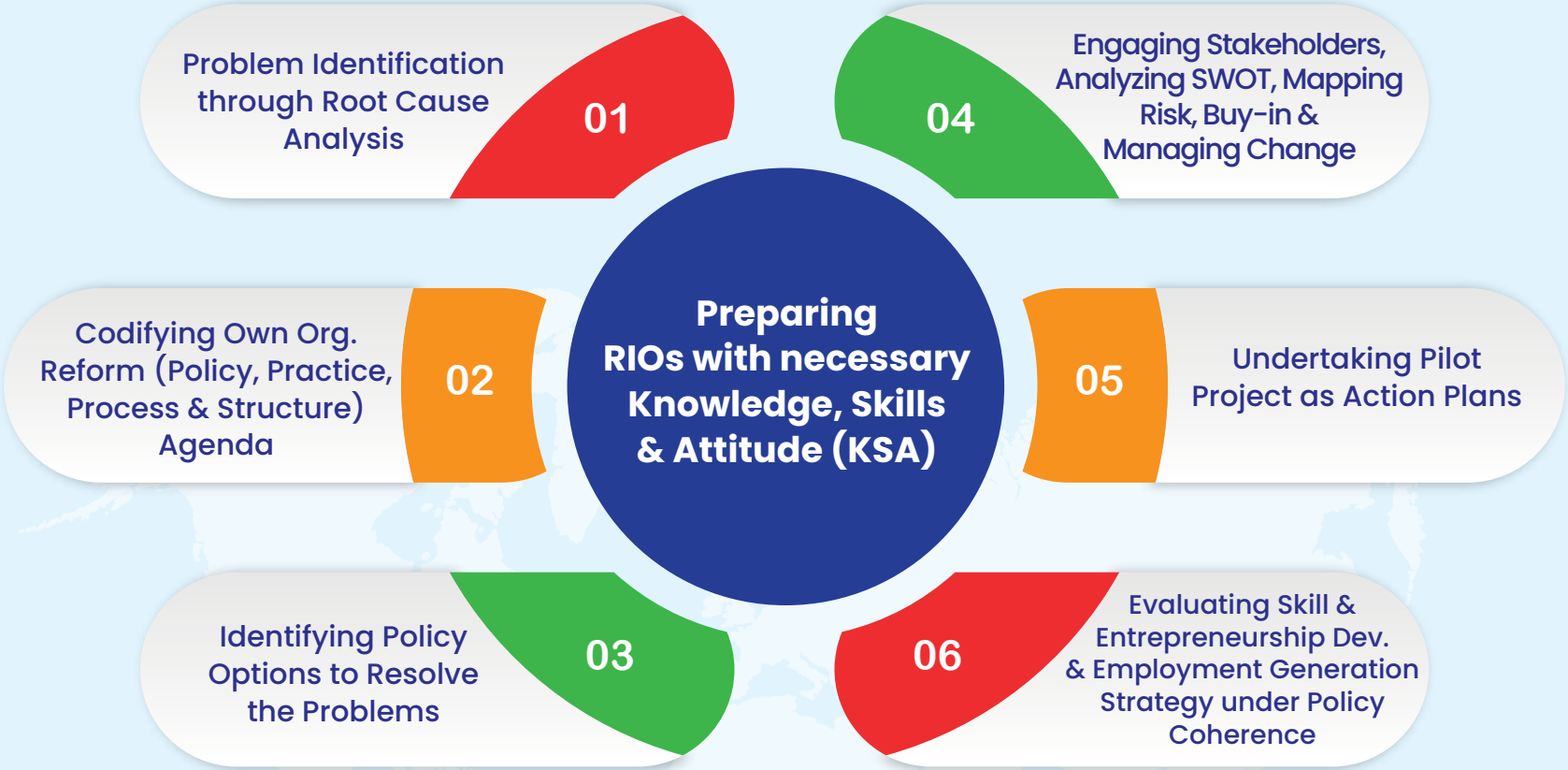

"A civil servant's signature is not power—it is responsibility"

BPATC

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়